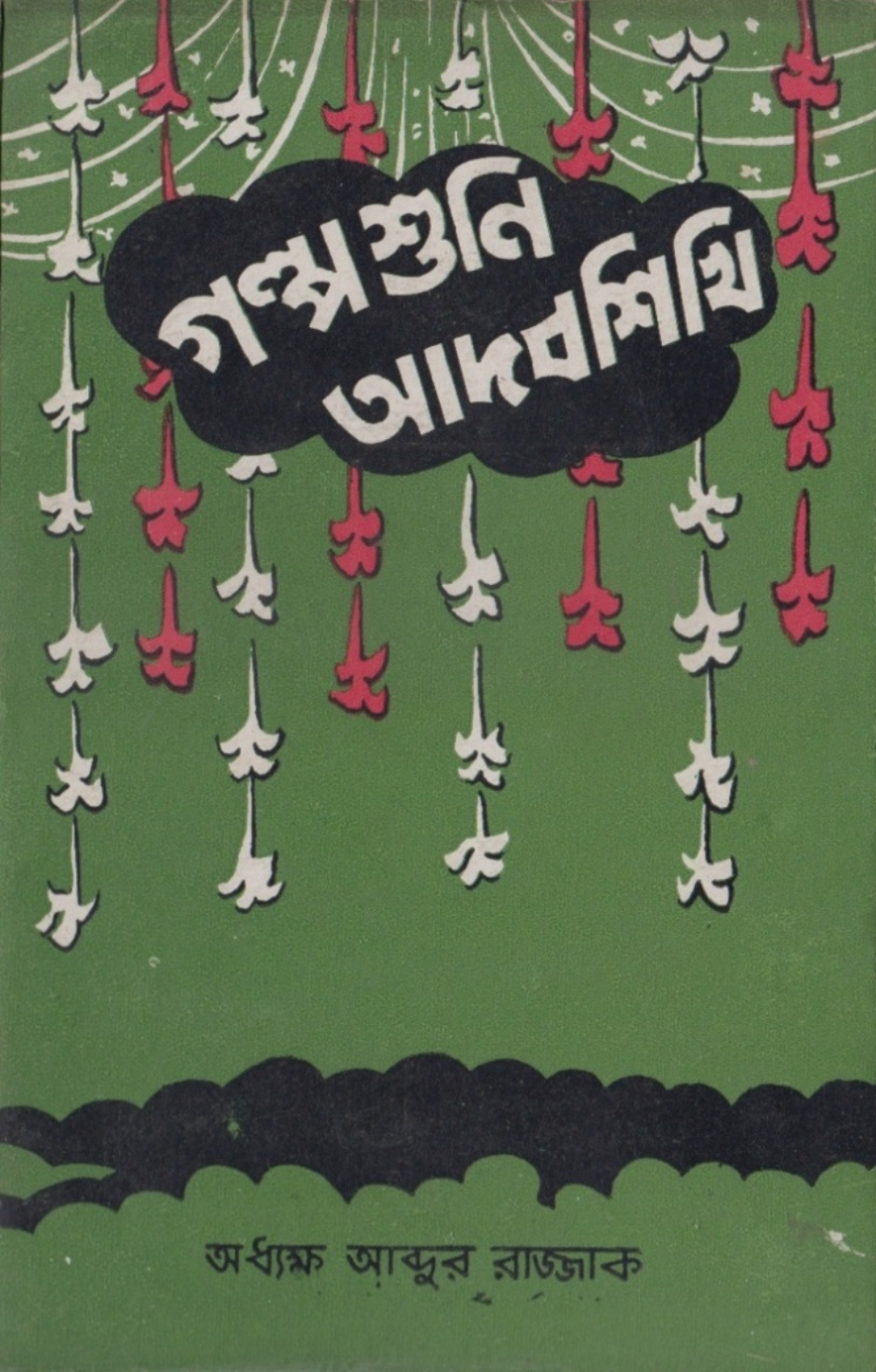

অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক

গল্প শুনি
আদব শিখি

অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক

ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
এর পক্ষে
ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা
হিজরী পনের শতককে খোশ আমদেদ জানানো উপলক্ষে প্রকাশিত

www.pathagar.com

গল্প শুনি আদব শিখি ঃ
অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক

ইসাকেডা প্রকাশনা ঃ ৮৭
ইফা প্রকাশনা ঃ ৮১৩

প্রকাশক ঃ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর পক্ষে
অধ্যাপক এ, এস, এম, ওমর আলী
সহকারী পরিচালক
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা বিভাগ
বায়তুল মুকাররম (তেতলা), ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ঃ
ডিসেম্বর ১৯৮০
পৌষ ১৩৮৭
সফর ১৪০১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ
গ্রীনওয়ে
১৬৮, নবাবপুর রোড,

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
প্রবাল প্রিন্টিং প্রেস
১৪, র‍্যাংকিন স্ট্রীট,
ঢাকা-৩

দাম ঃ চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

GALPA SHUNI ADAB SHIKHI : Courtesy teaching for Children written by Abdur Razzaque in Bengali and published by Islamic cultural centre, Dacca Division, Dacca-2 on behalf of Islamic foundation Bangladesh to Welcome the commencement of the 15th century Al-Hijra.

PRICE : Tk. 4·50

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সুশিক্ষা প্রাপ্তির ফলেই মানুষের জীবনে সৌন্দর্যচেতনার স্ফুরণ সম্ভব এবং এই সুশিক্ষা অর্জনের জন্যে শৈশব ও কৈশোর কালীন সময়ই সবচাইতে উপযুক্ত। কারণ, অনস্বীকার্য, শৈশব-কৈশোরের কোমল মন-মানস যে ধরনের শিক্ষা ও পরিবেশ—প্রতিবেশ প্রাপ্ত হয়, তার উপরই নির্মিত হয় পরবর্তী জীবনের মূল ভিত। এসময়ে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ শিক্ষা চেতনায় অঙ্কিত হয়ে যায় শিলালিপির মতো। সমকালে আমাদের সামাজিক, নৈতিক তথা সামগ্রিক জীবন প্রবাহে মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত যে ব্যাপক সংকট ও বিপর্যয়, 'সুশিক্ষা' প্রাপ্তির ফলে এই শিশু কিশোরেরাই 'সুশিক্ষিত' ও 'সুসন্তান' হিসাবে কওম ও জাতির জন্যে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে পারে।

অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক রচিত "গল্প শুনি আদব শিখি" শিরোনামের বর্তমান বইটি এ পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। গল্পচ্ছলে তিনি শিশু-কিশোরদের মন-মানসের উপযোগী করে শিক্ষণীয় এক একটি প্রসঙ্গের আকর্ষণীয়, চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছেন। তাই, সঙ্গত কারণেই আমরা আশা করি, শিশু-কিশোরদের কাছে এ বই খুবই ভালো লাগবে এবং একটি প্রিয় বই হিসেবে তাদের কাছে গৃহীত হবে?

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা বিভাগের পক্ষ থেকে এ বই প্রকাশ করতে পেরে আমরা রহমানুর রহীমের দরবারে লাখো শুকরিয়া জানাই।

www.pathagar.com

কেন এই বই ?

আদবের মত সম্পদ আর নাই।
কোন্ জাতির লোকেরা কত ভালো
এই আদবের দিকে তাকাইয়াই তাহা বলা হয়।

আরবের একজন কবি বলিয়াছেন ঃ
বুদ্ধি ও আদব থাকিলে বাঁচিয়া থাকাই সুন্দর,
আর ইহা না থাকিলে মরিয়া যাওয়াই সুন্দর।

সত্যই যাহাদের আদব নাই
তাহারা লেখাপড়া শিখিয়াও সভ্য হইতে পারে না।
তাহারা চক্‌চকে পোশাক পরিয়াও মানুষ হইতে পারে না।

মুসলমানদের আদব ছিল দুনিয়ার সেরা।
ছোটমণিরা যাহাতে শিশুকাল হইতেই
এই আদব শিখিয়া মহৎ জীবন গড়িয়া
তুলিতে পারে, তাহার জন্যই এই বই লেখা হইয়াছে।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা আমাদের শিশুরা মানুষ হউক।

ঢাকা
৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৮০

—লেখক

www.pathagar.com

আমাদের নবী

মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন

"কোন পিতা তাহার সন্তানকে
সুন্দর আদবের চেয়ে উত্তম
কোন উপহার
দিতে পারে না।"

—তিরমিযী

www.pathagar.com

সূচীপত্র

আদব কি ?	১
যখন সালাম দিবে	২
যখন মোছাফাহা করিবে	৪
যখন কোলাকুলি করিবে	৬
যখন কদমবুসি করিবে	৮
যখন দেখা করিবে	১০
যখন কথা বলিবে	১২
যখন কথা শুনিবে	১৪
যখন লিখিবে	১৬
যখন পড়িবে	১৮
যখন খাইবে	২০
যখন হাঁটিবে	২২
যখন অযু করিবে	২৪
যখন মসজিদে যাইবে	২৬
যখন নামায পড়িবে	২৮
ভুলিও না	৩০
কখন কি করিবে	৩২
কেহ দেখা করিতে আসিলে	৩৪
কীরূপে পরিষ্কার থাকিবে	৩৬
যখন কোন ঘরে প্রবেশ করিবে	৩৮
যখন মজলিসে যাইবে	৪০
যখন কাহাকেও ডাকিবে	৪২
যখন আসবাবপত্র সাজাইবে	৪৪
যখন পবিত্র হইবে	৪৬

www.pathagar.com

যখন মেহমানের যত্ন করিবে ৪৮
যখন মানুষের সেবা করিবে ৫০
যখন আযান শুনিবে ৫২
যখন রমযান মাস আসিবে ৫৪
যখন কুরআন তেলাওয়াত করিবে ৫৬
ভুলিও না ৫৮

www.pathagar.com

আদব কি ?

সুন্দর এই দুনিয়া।
সুন্দর এই দুনিয়ার মানুষ।
মানুষকে আরও সুন্দর করার জন্য
আল্লাহ্ পাঠাইলেন নবী,
পাঠাইলেন পয়গম্বর।

নবীরা মানুষকে শিখাইলেন
মধুর ব্যবহার,
মধুর আলাপ,
শিখাইলেন সুন্দর রীতি।

সবাই বুঝিল—
করিলেই হয় না,
বলিলেই হয় না।
যাহা বলিলে ভালো হয়,
যাহা করিলে ভালো হয়,
মানুষ তাহাই করিবে।

—ইহাই আদব, ইহাই আখ্‌লাক।

www.pathagar.com

যখন সালাম দিবে

আজ নবী-দিবস।
আমাদের প্রিয় নবীর
জন্ম দিন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
আমাদের নবী।
তিনিই শেষ নবী —
তিনিই সেরা নবী।

এই নবীই মানুষকে
দেখাইলেন শান্তির পথ।
দেখাইলেন ভালো হওয়ার পথ।

তাই—
নবী দিবসে
দিকে দিকে আজ
আলোচনা সভা।
আমরা এক সভায় রওয়ানা হইলাম।

— চাহিয়া দেখি
তারেক আসিতেছে।
তারেক বলিল ঃ
আস্‌সালামু আলাইকুম।
আমরা বলিলাম ঃ
ওয়া আলাইকুমুস্‌ সালাম।

www.pathagar.com

কি সুন্দর এই নিয়ম।
কাহারও সাথে দেখা হইলেই
আমরা সালাম দিই।

আস-সালামু আলাইকুম
অর্থ—তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

ওয়া আলাইকুমস্ সালাম
অর্থ—তোমাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হউক।

মনে রাখিবে, সালামের সময়ে
হাত তুলিতে নাই,
মাথাও নীচু করিতে নাই।

আর যেখানেই থাক,
যাহার সাথেই দেখা হউক
আব্বা হউন আম্মা হউন,
ভাই হউক বোন হউক
অথবা অন্য কেহ হউক
সবাইকেই সালাম করিবে।

আমাদের নবী বলিয়াছেন ঃ
"তোমরা বেশী করে সালাম দাও।'

www.pathagar.com

যখন মোছাফাহা করিবে

আগামীকাল
ঈদুল আয্‌হা
—কোরবানীর ঈদ।

আল্লাহ্‌কে খুশী করার জন্য
বিলাইয়া দেওয়ার নাম
কোরবানী।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)
আল্লাহ্‌র হুকুমে
বিলাইয়া দিয়াছিলেন
তাঁহার সব কিছু।
আল্লাহ্‌র হুকুমে কোরবানীর জন্য
ছুরি চালাইয়াছিলেন
তাঁহার ছেলের গলায়।

আমরাও তাই কোরবানী করি।
আল্লাহ্‌র হুকুমে আমরাও
সব কিছু বিলাইয়া দেওয়ার জন্য
তৈয়ার হই।

... ...

ঐ দেখ,
তোমার মামা আসিতেছেন।
তাঁহাকে সালাম দাও

www.pathagar.com

এবং হাতে হাত দিয়া
মোছাফাহা কর।
এক হাত দিয়া নহে,
দুই হাত দিয়া মোছাফাহা করিবে।

মোছাফাহার সময়ে বলিবে ঃ
"ইয়াগ্ ফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম।"
ইহার অর্থ
আল্লাহ্ মাফ করুন আমাদিগকে,
মাফ করুন আপনাদিগকে।
ভারী সুন্দর অর্থ। তাই না?

ভুলিও না —
মোছাফাহা করিবে বড়দের সংগে।
করিবে ছোটদের সংগে।
তবে মেয়ে-পুরুষে
কখনও মোছাফাহা করিবে না।

সাবধান।
হাতে হাত দিয়া কখনও
ঝাঁকি দিবে না।

আমাদের নবী (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ
"তোমরা মোছাফাহা কর,
মনের কালিমা দূর হইবে।"

www.pathagar.com

যখন কোলাকুলি করিবে

ঈদ মুবারক।
—পবিত্র ঈদুল ফিতর।
আজ কেবল খুশী!
কেবল আনন্দ।

এক মাস ধরিয়া রোযা রাখার পর,
ঘরে ঘরে আজ ঈদের খুশী।
রঙ-বেরঙের পোশাক
আর কত রকমের খাওয়ার আয়োজন।

আল্লাহ্ আজ
সবাইকে মাফ করিয়া দেন।
সবাইকে পুরস্কার দেন।

... ...

ঈদের নামাজ
শেষ হইয়াছে।
ঐ দেখ
ছোট বড় সকলে মোয়ানাকা করিতেছে।
সকলে কোলাকুলি করিতেছে।
সকলের মুখেই হাসি
সকলের মনেই আনন্দ।
ঈদ ছাড়া
অন্য সময়েও কোলাকুলি করা যায়।

www.pathagar.com

ইহাতে
ভালোবাসা বাড়ে।
মায়া-মমতা বাড়ে।
একতা বৃদ্ধি পায়।

মনে রাখিবে
পুরুষে-পুরুষে কোলাকুলি করিবে।
কোলাকুলির সময়ে
কিছু বলিতে হয় না।
কিছু পড়িতে হয় না।

পবিত্র হাদীসে আছে
আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)
মোয়ানাকা করিতেন।

www.pathagar.com

যখন কদমবুসী করিবে

আমাদের নবীই
আমাদের নেতা।
তাঁহার চরিত্র ছিল মহৎ,
চেহারা ছিল সুন্দর।
তাঁহার মাথায় থাকিত টুপি,
থাকিত পাগ্‌ড়ী,
আর গায়ে থাকিত
লম্বা জামা।

তাই —
প্রিয় নবীর লেবাসই
আমাদের লেবাস।
প্রিয় নবীর পোশাকই
আমাদের পোশাক।

... ...

ঐ যে ইমাম সাহেব আসিতেছেন।
মাথায় পাগড়ী,
গায়ে সুন্নতী লেবাস।
এস ওসমান,
তাঁহাকে সালাম দাও।

আর কদমবুসী ?
উহার ত কোন দরকার নাই।
আমাদের নবী ইহা করেন নাই।
তাঁর সাহাবীগণও ইহা করেন নাই।

www.pathagar.com

তবে হাঁ, যদি ইহা করিতেই চাও
তাহা হইলে
অব্বা আম্মা
মামু খালা
দাদা দাদি
এবং এমনি ধরনের মুরুব্বীদের
কদমবুসী করা যায়।

কিন্তু মনে রাখিবে—
কদমবুসীর সময়ে
যেন মাথা নীচু না হয়।
সোজা পা দুইখানি ছুঁইয়া
হাত মুখের কাছে তুলিবে
এবং
ভক্তির সাথে চুমু দিবে।

www.pathagar.com

যখন দেখা করিবে

আজ শবে-কদর
—কদরের রাত্রি।
পবিত্র রমযানের এই রাত্রিতেই
আল্লাহ্ নাজিল করিলেন
পবিত্র কুরআন।

তাই এই রাত্রি
হইয়াছে পবিত্র,
হইয়াছে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।

আর তাই সবাই—
মস্‌জিদে যাইতেছে নামায পড়িতে,
যাইতেছে যিকির করিতে
যাইতেছে কুরআন পাকের
অর্থ শুনিতে।

চল, আমরাও মস্‌জিদে যাই।

... ...

বেলাল, এই দিকে কে আসিতেছেন?
হাঁ, মুফতী সাহেব আসিতেছেন।

শীঘ্র চল। দেখা হওয়ার সাথে সাথেই
প্রথমে সালাম করি
তারপর মোছাফাহা করি
এবং
তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করি।

www.pathagar.com

মনে রাখিও—

কাহারও সাথে দেখা করিতে গেলে
যদি দেখ, তাহার কাজের ক্ষতি হইতেছে,
তাহা হইলে বেশী সময় বসিও না।

আরও কি জানো ?

কাহারও সাথে দেখা করিতে যাইয়া—
চা-পান বা নাশ্‌তার
ফরমাইশ দিও না।

কারণ,

তাহার সংগতি না থাকিলে
তিনি লজ্জা পাইতে পারেন।

আমাদের নবী (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

"মুসলমান মুসলমানের ভাই,
কেহ কাহাকেও কষ্ট দেয় না
এবং বিপদেও ফেলে না।"

www.pathagar.com

যখন কথা বলিবে

তুমি সুন্দর।
তোমার কথাও হইবে সুন্দর।
তোমার ব্যবহার হইবে মধুর।

যাঁহারা তোমার মুরব্বী
তাঁহাদের সাথে কথা বলিবে
বিনয়ের সাথে
ও কোমল স্বরে।

যাঁহারা তোমার মত
তাঁহাদের সাথে কথা বলিবে
ভালোবাসার সুরে।

আর যাঁহারা তোমার ছোট
তাঁহাদের সহিত আলাপ করিবে
স্নেহের সাথে
খুব মিষ্টি ভাষায়।

মনে রাখিও —
খারাপ কথা মুখে আনিতে নাই।
খারাপ শব্দ ব্যবহার করিতে নাই।
কেননা কাহারও প্রাণে আঘাত দেওয়া
ভারী অন্যায়।

www.pathagar.com

ভুলিও না ঃ

যাহা বলিবে
সুন্দর ও স্পষ্ট করিয়া বলিবে।
এলোমেলোভাবে বলিবে না।
তাড়াতাড়ি করিয়া বলিবে না।

দরকার ছাড়া বেশী বলিবে না।
এক কথা বারবারও বলিবে না।
আর হাঁ, বিনা দরকারে বেশী জোরে
কথা বলা ভারী অন্যায়।

যাহা জান না
সে বিষয়ে কিছু বলিও না।
অনুমান করিয়া কথা বলা ভীষণ অপরাধ।

আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ
"তোমরা মানুষের সহিত
সুন্দর ও ভালোভাবে কথা বল।"

www.pathagar.com

যখন কথা শুনিবে

আজ দশই মুহার্‌রম
—পবিত্র আশুরা দিবস।
চারিদিকে কত সভা।
কত মিছিল।

এই মুহার্‌রম মাসেই —

হযরত আদম আসিলেন এই দুনিয়ায়।
হযরত নূহ নাজাত পাইলেন কিশ্‌তীতে চড়িয়া।
হযরত মুসা পার হইলেন বিরাট দরিয়া।
আরও কত বড় বড় ঘটনা ঘটিল।

আর —

এই মাসের দশ তারিখে
হযরত হোসাইনও শহীদ হইলেন।
তিনি শহীদ হইলেন
একমাত্র ইসলামের জন্যই।

... ...

চল,
আমরা ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের
সভায় যাই।
না, আর দেরী নয়।
ঐ দেখ, ওমর আসিতেছে।
তাকেও লইয়া যাইতে হইবে।

www.pathagar.com

সেখানে আজ দেখা হইবে
ছোট বড়
গণ্য মান্য
অনেকের সাথে।

তাই মনে রাখিতে হইবে—

তোমার সাথে যখন কেহ কথা বলিবে
তখন খুব মনোযোগ দিয়া
তাহার কথা শুনিবে
এবং চিন্তা করিয়া জবাব দিবে।

আরেকটি কথা ঃ
লুকাইয়া লুকাইয়া
কাহারও কথা শুনিতে নাই।
...ইহা ভারী মূর্খতা।

ভুলিও না—
কাহারও দোষ দেখিলে
উহা অন্যের কাছে বলিও না।
কেননা, সেত তোমার ভাই।
ভাই ভাইয়ের দোষ বলিতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ
"তোমরা একে অপরের দোষ খুঁজিও না
একে অন্যের নিন্দা করিও না।"

www.pathagar.com

যখন লিখিবে

স্বাধীনতা উৎসব।
সারা দেশেই আনন্দের ঢেউ।
কত দিকে কত সভা।
কত অনুষ্ঠানের আয়োজন।

আমরা বাংলাদেশ পরিষদের
সভায় গেলাম।

যাওয়ার সময়ে দেখিয়াছ কি?
—কত কথা দেওয়ালে লেখা!
কত কথা তোরণে লেখা!
কত কথা মঞ্চের পিছনে লেখা!

আচ্ছা, এই লেখাগুলি ত ভারী সুন্দর।
তাই না?

বলিতে পার কি
এমন সুন্দর করিয়া লিখিতে হইলে
কি করা দরকার?

হাঁ, ইহার জন্য চাই
প্রথম হইতেই চেষ্টা,
প্রথম হইতেই মনোযোগ।

লেখা ভালো করিতে হইলে —
কাগজ ভালো হওয়া চাই,
কালি ভালো হওয়া চাই,
কলমও ভালো হওয়া চাই।

www.pathagar.com

মনে রাখিবে ঃ

কলম এমনভাবে ধরিবে
যাহাতে কালি আঙুলে না লাগে।
যাহাতে হাতের ঘাম কাগজে না লাগে।

প্রথম অবস্থায়—

বড় অক্ষরের আদর্শ লিপি
দেখিয়া লিখিবে।

শেষে—

কাহারও সুন্দর হাতের লেখা
দেখিয়া মশ্‌ক করিবে।

ভুলিও না—

সেই লেখাই সুন্দর
যাহার প্রতিটি অক্ষর সমান,
প্রতিটি অক্ষর সুন্দর,
প্রতিটি অক্ষর খাড়া
কিংবা ডান দিকে বাঁকা।
আর যাহার ছত্রগুলি সোজা,
যাহাতে দাড়ি, কমা, ইত্যাদি চিহ্ন
ঠিক মত দেওয়া হয়।

মহৎ লোকেরা বলিয়াছেন ঃ

"কোন লেখা গায়ে দলিও না।"
"আরবী লেখার সম্মান করিও।"
"মাতৃভাষা বাংলায় লেখার সম্মান করিও।'

www.pathagar.com

যখন পড়িবে

দুনিয়ার
সেরা পুরস্কার।
নোবেল পুরস্কার,
—ফয়সল পুরস্কার।

লেখা-পড়ায় যাহারা—দুনিয়ার সেরা,
লেখা-পড়ায় যাহাদের দান সব চাইতে বড়।
তাহাদেরকেই দেওয়া হয় এই পুরস্কার।

এই পুরস্কার—
তোমরাও পাইতে পার।
কেন পারিবে না?
বেশী বেশী পড়।
বেশী বেশী লিখ।

তবে এ জন্য দরকার হইল—
সময় মত পড়িবে,
সময় মত লিখিবে।
আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
এবং নিরিবিলি জায়গায়
বসিয়া পড়িবে।

বই-পুস্তক, দোয়াত-কলম,
পড়ার টেবিলের এক দিকে
সাজাইয়া রাখিবে।

www.pathagar.com

ক্লাস বসিবার আগেই
সেখানে হাজির হইবে।
শিক্ষকের সম্মান করিবে।
শিক্ষকের কথা মানিয়া চলিবে।
শিক্ষক যাহা পড়াইবেন
মনোযোগ দিয়া শুনিবে।

দিনের শেষভাগে লেখাপড়া করিবে না।
তখন খেলাধূলা করিবে।
মনে রাখিও—
শুইয়া, কাত হইয়া বা
হেলান দিয়া
কখনও লেখা-পড়া করিবে না।

যাহা পড়িবে
তাহার সঠিক উচ্চারণ করিয়া পড়িবে।
জোরে চিৎকার করিয়া
কিংবা গুণ্ গুণ্ স্বরে পড়িবে না।

ভুলিও না ঃ
বই-পুস্তকে অযথা দাগ দিও না।
বাজে কিছু লিখিও না।
ক্লাসের বই ছাড়া অন্য কি বই পড়িবে
তাহা উস্তাদজীর নিকট জানিয়া লইবে।

আমাদের নবী (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

"এক মুহূর্তের লেখা-পড়া
সারা রাত নফল নামায
অপেক্ষা উত্তম।"

"পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংগ।"

www.pathagar.com

যখন খাইবে

আজ বনভোজন
সিলেটের—
শাহ্ জালালের মাজারের কাছেই
এই বনভোজন।

শাহ্ জালাল (রঃ)
আসিয়াছিলেন আরব হইতে।
তিনি মহৎ মানুষ ছিলেন।
তিনি এদেশে ইসলাম প্রচার করেন।

তাঁহারই মাজারের পাশে
বনভোজনে আসিয়াছেন অনেকে।
ভোর হইতে চলিয়াছে
গল্পের আসর,
গজলের আসর।
এখন হইল খাওয়ার পালা।
আসল ভোজনের পালা।

দেখিও—
পরিষ্কার দস্তরখান পাতিয়া
খাদ্য পরিবেশন করা হইতেছে।

তোমরা অহংকারীর মত বসিও না।
ঠেস দিয়া বসিও না
বাম হাতে ভর দিয়া বসিও না।

www.pathagar.com

প্রথমে মুখ ও হাত ভালোরূপে ধুইবে।
ডান হাত দিয়া খাইবে।
কাঁটা-চামচ দিয়া খাইবে না।

আর—
বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া খাওয়া শুরু করিবে।
শেষ করিয়া বলিবে 'আল-হামদুলিল্লাহ্‌'।

মনে রাখিও ঃ
থালার এক প্রান্ত হইতে খাওয়া শুরু করিবে।
আঙুল চাটিয়া খাইতে সংকোচ করিও না।
মুখের লোকমা বাহির করিয়া থালায় রাখিও না।

এ ছাড়া—
অধিক গরম খাইবে না।
ফুঁ দিয়া ঠাণ্ডা করিও না।
দরকার হইলে পাখা দিয়া বাতাস দিও।

ভুলিও না—
ভাত বা তরকারী যেন ছিটাইয়া না পড়ে।
থালা পরিষ্কার করিয়া খাইবে।

মজলিসে—
খাইবার সময়ে বেশী কথা বলিও না।
আগে খাওয়া হইলে থালা হইতে হাত তুলিও না।
দাঁড়াইয়া বা শুইয়া কখনও খাইবে না।

আমাদের নবী (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

"দুই জনের খাদ্য তিন জনের জন্য এবং তিন জনের খাদ্য চারি জনের জন্য যথেষ্ট।"

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

"পান কর, আহার কর, কিন্তু অপচয় করিও না।"

www.pathagar.com

যখন হাঁটিবে

ম্যাজিক—
দেখার জন্য ভীষণ ভীড়।
ভীড় ত হইবেই।
এমন ম্যাজিক কেহ আর দেখে নাই।
এমন যাদুর কথা কেহ আর শোনে নাই।

জ্যান্ত একটি ছেলেকে
ছালার মধ্যে ভরিয়া
মুখ বাঁধিয়া দিবে।

তারপর—
কি একটা দোয়া পড়িয়া হাত তালি দিবে
অমনিই ছেলেটি হাওয়া হইয়া যাইবে
আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

তবে হাঁ, কিছু সময় পরে—
হঠাৎ দেখা যাইবে,
সে যেখানে ছিল
সেই খানেই দাঁড়াইয়া আছে।

আরেকটি জিনিস দেখিবে……
সেটা কিন্তু ভারী বিশ্রী!
ম্যাজিক ভাঙার সাথে সাথেই দেখিবে……
কেহ হাঁটিতেছে ঘাড় কাত করিয়া,
কেহ হাঁটিতেছে পিঠ বাঁকাইয়া,
কেহ চলিতেছে সামনে ঝুঁকিয়া
কেহ বা ঘন ঘন হাত দোলাইয়া।

www.pathagar.com

আরও দেখিবে ঃ

কেহ যাইতেছে ভীষণ জোরে,
কেহ যাইতেছে একেবারে ধীরে,
কেহ যাইতেছে উপর দিকে তাকাইয়া।

ইহা কিন্তু যাদুর আসর নয়।
এক একজনের এক একটা বদ অভ্যাস।

কি আর বলিব ?

ঐ দেখ কেহ যাইতেছে
পায়জামা দ্বারা ধুলা কুড়াইয়া।
কিংবা মাথার টুপি এক পাশে কাত করিয়া।
এসব কিন্তু খারাপ অভ্যাস

রাস্তায় চলিতে হয় নম্রভাবে,
চলিতে হয় দৃষ্টি নত রাখিয়া,
চলিতে হয় মধ্যম গতিতে।

ছোটদের সাথে চলিবে আগে আগে,
বড়দের সাথে চলিবে পিছনে পিছনে।

আর —

পায়জামা বা কাপড় পরিবে টাখনুর উপরে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

"দুনিয়ায় অহংকারের সাথে চলিও না।"
"মধ্যম গতিতে হাঁট।"

www.pathagar.com

যখন অজু করিবে

"হাইয়া 'আলাস সালাহ্
হাইয়া 'আলাল ফালাহ্"

—নামাযের দিকে আস।
ভালোর দিকে আস।

ইহা কাহার কথা জান ত ?
হাঁ, মুয়াজ্জিন যখন আযান দেন
তখন তিনি আযানের মধ্যে
এই কথাগুলি বলেন।

ইহা শুনিয়া—
মসজিদে যাওয়ার জন্য তৈয়ার হইবে।
অজু করিয়া পবিত্র হইবে।
অজুর জন্য কেবলামুখী হইয়া বসিবে।
কুলির পানি কখনও কেবলার দিকে ফেলিবে না।
অজুর সময়ে এই দোয়া করিবে—

হে খোদা, আমাকে ক্ষমা কর।
হে খোদা, ঘরে শান্তি দাও।
হে খোদা, রুজিতে বরকত দাও।

www.pathagar.com

অজুর সময়ে মনে মনে বলিবে—
হে খোদা, আমি যেন
দেহকে পবিত্র রাখিতে পারি।
হে আল্লাহ, আমি যেন
অন্তরকে পবিত্র রাখিতে পারি।

অজু শেষ করিয়া বলিবে—
আমি সাক্ষ্য দিতেছি,
আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই।
তিনি এক, তাঁহার শরীক নাই।
আরও সাক্ষ্য দিতেছি,
হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র দাস।
এবং আল্লাহ্র রাসুল।

আমাদের নবী (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

"অজু শেষ করিয়া যে ব্যক্তি
কলেমা শাহাদাত পড়ে,
বেহেশতের আটটি দরওয়াজা
তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া হয়।"

www.pathagar.com

যখন মসজিদে যাইবে

সারা দুনিয়ায়
সব চাইতে পবিত্র ঘর
—মসজিদ।

এই মসজিদে
নাপাক দেহে প্রবেশ করিও না।
বিনা অজুতে প্রবেশ করিও না।
মুখে দুর্গন্ধ লইয়াও
প্রবেশ করিও না।

দেহের কোথাও
অথবা
জামা-কাপড়ে
দুর্গন্ধ বা নাপাকী থাকিলে
মসজিদে প্রবেশ করা ভারী অন্যায়।

মনে রাখিও—
সম্ভব হইলে
আতর বা পাক খোশবু মাখিয়া
মসজিদে যাওয়া উত্তম।

মসজিদে প্রবেশের সময়ে
আগে রাখিবে ডান পা।
আর মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার সময়ে
আগে রাখিবে বাম পা।

www.pathagar.com

খুব সাবধান !

মসজিদ হইল
নামাযের জন্য,
তেলাওয়াতের জন্য,
জিকিরের জন্য,
এবং
দ্বীনি কাজের জন্য।

মনে রাখিবে ঃ

মসজিদে থুথু ফেলিতে নাই।
গল্প-গুজব করিতে নাই।
গোলমাল করিতে নাই।

এ ছাড়া মসজিদে
শোয়া বা ঘুমান ভারী অন্যায়।

ভুলিও না—

মসজিদে যে ওয়াজ-নসিহত হয়,
যে দরসে কুরআন হয়,
যে তা'লীম হয়,
তাহা সবই দ্বীনি কাজ।
ইহাকে অন্যায় মনে করা মহাপাপ।

আমাদের নবী (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

"যে লোক (কাঁচা) পিয়াজ, রসুন ··· খায়
সে যেন মসজিদের কাছেও না আসে।"

www.pathagar.com

যখন নামায পড়িবে

হজরত আলী (রাঃ) ছিলেন
মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা
—ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান।

এক যুদ্ধে তাঁহার পায়ে
একটি তীর বিঁধিয়া গেল।
ভীষণ যন্ত্রণা।
তাই কেহই উহা বাহির করিতে পারে না।

হযরত রাসূল (সাঃ) বলিলেন ঃ
প্রিয় আলী যখন নামায পড়িবে
তখন তোমরা তীর বাহির করিবে।

সত্যই একবার যখন হযরত আলী
নামাযে মশগুল হইলেন।
সাহাবীরা উহা বাহির করিয়া ফেলিলেন।
তিনি কিছুই টের পাইলেন না।

এইরূপ মনোযোগ দিয়াই
নামায পড়িতে হয়।

আর এই জন্যে—
যখনই আজান হইবে তখন
প্রথমে খুব ভালোভাবে অজু করিবে।
তারপর, ভালো জামা-কাপড় পরিবে
এবং মসজিদে যাইয়া
জামাতের সাথে নামায পড়িবে।

www.pathagar.com

ভুলিও না—
নামাযের মধ্যে মনে করিবে
তুমি আল্লাহ্‌কে দেখিতেছ।
যদি তুমি না-ও দেখ
তাহা হইলে তিনি ত অবশ্যই
তোমাকে দেখিতেছেন।

মনে রাখিও—
নামায বেহেশ্‌তের চাবি।
নামায আল্লাহ্‌কে পাওয়ার
শ্রেষ্ঠ উপায়।

নামাযে তুমি অমনোযোগী হইলে
আল্লাহ তোমাকে
ডাকিয়া বলেন ঃ
ওগো বন্ধু! কেন তুমি
অন্যের কথা ভাব?
আমার চাইতেও কোন
উত্তম জিনিস আছে কি?

হাদীস শরীফে আছে ঃ

"নামাযের সময়ে বেহেশ্‌তের দরওয়াজা
খুলিয়া দেওয়া হয়
এবং
আল্লাহ্‌ ও নামাযীর মাঝে কোন আড়াল থাকে না।"

www.pathagar.com

ভুলিও না

(এক)

তোমার চেয়ে ছোট হউক,
তোমার চেয়ে বড় হউক,

তাহাকে কোন কিছু নিতে হইলে,
তাহার নিকট হইতে কিছু দিতে হইলে,
তাহা ডান হাতেই করিবে।

(দুই)

পথ চলার সময়ে
কাহারও বাড়ীর দিকে
হাঁ করিয়া তাকাইবে না,
আঙুল দিয়াও কিছু দেখাইবে না।

কেননা—
ইহাতে লোকেরা সন্দেহ করিবে।
তোমাকে খারাপ মনে করিবে।

(তিন)

ফল-মূল কখনো না ধুইয়া
মুখে দিও না।
কেননা রোগের বীজাণু বা নাপাক কিছু
উহাতে লাগিয়া থাকিতে পারে।

www.pathagar.com

(চার)

ঘরের মেঝে
দেয়ালে
পথের মাঝে

থুথু বা কাশি ফেলা ভারী খারাপ।
ইহা যেমন বিশ্রী,
তেমনি ক্ষতিকর।

(পাঁচ)

কীট-পতংগ
পোকা-মাকড়ের
পাখা ছিঁড়িবে না।
পাখির বাসায় ঢিল ছুঁড়িও না।
পাখির ছানা আনিও না।
এবং কুকুর বিড়ালকে খামাখা মারিও না।

(ছয়)

কিছু করিবার ইচ্ছা
প্রকাশ করিলে
আগে বলিও ইন্‌শাআল্লাহ্‌।'
—ইহার অর্থ—
"যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন।"

www.pathagar.com

কখন কি করিবে

আজ—
পুরস্কার বিতরণের দিন।
কে সময় মত ক্লাসে আসে,
কে ঠিকমত পড়াশুনা করে,
কে শৃংখলা মানিয়া চলে,
কার চরিত্র ভালো,
কার ব্যবহার ভালো—
ইহা দেখিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে।

তোমরা এই পুরস্কার পাইবে।
—তাই না?
কিন্তু বলিতে পার কি?
কোন্ পুরস্কার সব চাইতে ভালো?
সেটি হইল সময় মত ক্লাসে আসার পুরস্কার

হাঁ, সময় মত সব কিছু করাই হইল
উন্নতির মূল।
যে সময় মত ঘুমায় না
সময় মত উঠে না
সময় মত পড়ে না
সময় মত খেলে না
সময় মত পড়িতে যায় না।

তাহার মত হতভাগা আর কেহ নাই।
তাহার মত অলসও আর কেহ নাই।

www.pathagar.com

মনে রাখিবে—

ডান কাতে কেবলামুখী হইয়া শুইবে।

কেবলার দিকে পা বা পিঠ দিয়া শুইবে না।

চিৎ হইয়া শুইবে না।

উপুড় হইয়া শুইবে না।

নাক মুখ ঢাকিয়া শুইবে না।

শুইবার পরে—

অন্যের ঘুমের ব্যাঘাত হয়

এমন কিছু করিবে না।

জোরে কোন শব্দ করিবে না।

শুইবার সময়ে দোয়া পড়িবে ঃ

"আল্লাহুম্মা বিস্‌মিকা

আমুতু ওয়া আহ্‌ইয়া।"

[—হে আল্লাহ্, তোমার নামেই মরি

এবং তোমার নামেই বাঁচি।]

আমাদের নবী (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

"চিৎ হইয়া শুইয়া এক পায়ের

উপর অন্য পা রাখিও না।"

www.pathagar.com

কেহ দেখা করিতে আসিলে

আজ ভারী মজার দিন !
তোমরা যাইতেছ
ভ্রমণ করিতে,
যাইতেছ সুন্দরবন দেখিতে।

সেখানে দেখিবে
রং-বেরং এর গাছ,
রং-বেরং এর লতা-পাতা।

আরও দেখিবে
বুনো পাখি, বন গরু,
হরিণ, হাতী,
রয়েল বেংগল টাইগার
—মানে ইয়া বড় বাঘ।

... ...

সাদিক বাড়ী যাও।
কেহ যেন তোমার সাথে
দেখা করিতে আসিয়াছে।

মনে থাকে যেন—
পরিচিত কেউ দেখা করিতে আসিলে
হাসিমুখে তাকে গ্রহণ করিবে।
উপযুক্ত আসনে বসাইবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন করিবে—
কেমন আছেন ?
বাড়ির সবাই কেমন আছেন ?
ইত্যাদি।

আর অপরিচিত কেউ আসিলে
তবুও দেখা করিতে দেরী করিবে না।
প্রথমে পরিচয় জানিবে।
অতিথি হিসাবে যত্ন করিবে।
এবং পারিলে উপকার করিবে,
সর্বদা হাসিমুখে কথা বলিবে।

আরেকটি কথা শুনিয়া রাখ—
নিজ বাড়িতে কাহারও সাথে
দেখা করার সময়ে
তোমার গায়ে জামা থাকা চাই।
মাথায় টুপি থাকা চাই।

আমাদের নবী (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

"যদি কোন লোক তোমাদের নিকট আগমন করে,
তাহা হইলে তাহার সম্মান করিও।"

www.pathagar.com

কীরূপে পরিষ্কার থাকিবে

হাজী ক্যাম্প।
উড়োজাহাজে যাহারা হজ করিতে যাইবেন
তাহারা একত্র হইয়াছেন এই ক্যাম্পে।
রাজধানী শহর
—ঢাকা।
ইহারই এক জায়গায়
এই হাজী ক্যাম্প।

মক্কা শরীফে—
পবিত্র কা'বা
ছাফা-মারওয়া
মিনা-মুজদালিফা
আরাফাত ময়দান
প্রভৃতি জায়গায়
হজ করিবেন এই হাজীরা।

চল আতিক।
আমরা তাহাদের সাথে
দেখা করিতে যাই।
দোয়া আনিতে যাই।
কিন্তু হাঁ, জামা-কাপড় পরিষ্কার আছে ত?
জী হাঁ, এই দেখুন না?
সত্য ই—
যাহাদের জামা-কাপড় সাফ থাকে না।
সবাই তাহাদিগকে ঘৃণা করে।
যাহারা নোংরা ভাবে থাকে
কেহই তাহাদিগকে দেখিতে পারে না।

www.pathagar.com

মনে রাখিও—
যাহাদের শরীর পরিষ্কার,
কাপড়-চোপড় পরিষ্কার—
তাহাদিগকে সবাই ভালোবাসে।
যাহাদের দাঁত পরিষ্কার,
হাত-পা পরিষ্কার,
এবং
যাহারা প্রতি সপ্তাহে নখ কাটে
প্রতি দিন মেসওয়াক করে
তাহাদিগকে সবাই আদর করে।

কিন্তু খবরদার!
দাঁত দিয়া কখনও নখ কাটিও না,
কয়লা দিয়া কখনও দাঁত মাজিও না।
ইহা যেমন বিশ্রী, তেমনই ক্ষতিকর।

আর মাথার চুল?
ছেলেরা—হয় ছোট করিয়া রাখিবে,
না হয় মুড়াইয়া ফেলিবে।
কখনও মেয়েদের মত রাখিবে না।
আর মেয়েরা—মুণ্ডনও করিবে না,
খাটোও করিবে না।

আমাদের নবী (সাঃ) বলেন:
"যাহার চুল আছে সে উহার যত্ন
অবশ্যই করিবে।"

www.pathagar.com

যখন কোন ঘরে প্রবেশ করিবে

বায়তুল মোকার্‌রাম।
লোকে জম-জমাট।
দেশের সবচেয়ে বড় মসজিদ—
বায়তুল মোকার্‌রাম।
তবুও এতটুকু জায়গা নাই।

তফসীর মহফিল।
—কুরআনের ব্যাখ্যা হইবে।
তাই এত লোকের ভীড়!

আমরা এই মহফিলে যাইতেছি।
আলী! তুমিও যাইবে কি?
—হাঁ অবশ্যই যাইব।
তাহা হইলে
তোমার আব্বা আম্মার
অনুমতি লইয়া আস।

তবে হাঁ,
হুট্‌ করিয়া তাহাদের কামরায়
ঢুকিও না।
এইরূপ ঢুকিয়া পড়া ভারী বোকামী।
কেননা—তাহাদের গায়ে কাপড়-চোপড়
ঠিকমত না-ও থাকিতে পারে।

www.pathagar.com

তাই ত

তাহাদের কামরার সামনে
বাহিরে থাকিয়াই সালাম দিবে।

তাহারা যখন সালামের জবাব দিবেন
তখন তুমি ভিতরে যাওয়ার
অনুমতি চাহিবে।

তারপর—

অনুমতি পাওয়ার পর
ভিতরে যাইবে
এবং
বিনয়ের সহিত যে কাজের
অনুমতি দরকার
তার অনুমতি চাহিবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অপরের ঘরে তাহাদের অনুমতি ছাড়া এবং তাহাদিগকে সালাম না দিয়া প্রবেশ করিও না।"

www.pathagar.com

যখন মজলিসে যাইবে

ঢাকায় আসিয়াছেন
কা'বা শরীফের ইমাম।
আল্লাহ্‌র ঘর কা'বা শরীফ।
তাই উহার ইমাম
সকলের নিকট সম্মানীয়।

তাই ত সারা দেশের
লাখো মানুষের ভীড়—
ইমাম সাহেবকে এক নজর দেখার জন্য,
আর তাহার কথা শোনার জন্য।

চল, আমরাও ভীড় ঠেলিয়া
আগাইয়া যাই।
হাঁ, তাই ত,
আগাইয়া যাওয়া যে সম্ভব নয়।
বসার ত এতটুকুও জায়গা নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া—
তোমরা পথের মাঝখানে বসিও না।
তাহাতে লোক চলাচলের
অসুবিধা হইবে।

www.pathagar.com

আর মুরুব্বীদের সামনে
পা ছড়াইয়া বসিও না।
নীরবে ও নম্রভাবে বসিবে।
পা নাচাইবে না,
জুতার খচ্‌খচ্‌ বা খট্‌খট্‌
শব্দ্‌ করিবে না।

আরও মনে রাখিবে—
কাউকে কষ্ট দিয়া
কাউকে ঠেলিয়া
সামনে বসিতে যাইবে না।

কোন ফাঁকে অপরের জায়গা
দখল করিতে চেষ্টা করিও না।
ইহা ভদ্রতা নহে।

সভায় কখনও শুইবে না।
থুথু ফেলিবে না।
চিৎকার করিবে না।
থুথু-কাশি ফেলিতে হইলে
নাক পরিষ্কার করিতে হইলে
সংগে রুমাল রাখিবে।

আমাদের নবী (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ
"কাহাকেও তাহার আসন হইতে উঠাইয়া
কখনও সেখানে বসিবে না।"

www.pathagar.com

যখন কাহাকেও ডাকিবে

সার্কাস ভাঙিয়াছে।
হাতী ঘোড়া
বাঘ ভালুক
আরও কত কুস্তি দেখিয়া
সবাই এখন বাড়ি যাইবে।

তাই—
এ ওকে ডাকিতেছে।
ঘটু—মন্টু—কলি—
পাচু—ভুনু—ডলি—
কত নামে কত ভাবে
ডাকিতেছে!
কিন্তু ভাবিয়াছ কি?
কত বিশ্রী!
কত আবোল-তাবোল
এই নামগুলি!
—ইহা ত ভালো নয়।

মনে রাখিবে—
যে নামটি ভালো
যে নামটি শুনিলেই
বোঝা যাইবে—
সে একজন মুসলমান,
সেই নামেই ডাকিতে হয়।

www.pathagar.com

ভুলিও না ঃ

মুরুব্বীদের নাম ধরিয়া ডাকিবে না।
যে নামে কাহারও দোষ প্রকাশ পায়
তেমন নামেও ডাকিবে না।

সম্মানীয় লোককে
জনাব, হুজুর, হযরত
প্রভৃতি শব্দে
সম্বোধন করিবে।

বাপ, চাচা, দাদা, বড় ভাই
প্রভৃতিকে
আব্বাজান, চাচাজান,
দাদাজান, ভাইজান
প্রভৃতি বলিবে।

কারী, হাফেজ, মৌলভী, মাওলানা—
এইরূপ শব্দের সাথে
'সাহেব' শব্দযোগ করিয়া বলিবে।
আর—
যাহারা ছোট তাহাদিগকে
আসল এবং পূর্ণ নামে ডাকিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

"অপমানকর কথা বলিও না
এবং
একে অন্যকে মন্দ নামে ডাকিও না।"

www.pathagar.com

যখন আসবাব-পত্র সাজাইবে

শহীদ তীতুমীর।
হাজী শরীয়তুল্লাহ্।
বাংলার দুই নয়নমণি—
মহান গৌরব।

বাংলার মানুষকে
গোলাম করিয়া রাখিয়াছিল
ইংরেজ জাতি।
তাহারা মুসলমানদেরকে করিয়াছিল
নিঃস্ব ও সর্বহারা।

এই জালেম ইংরেজদের সাথে
যাঁহারা যুদ্ধ করিলেন,
যাঁহারা সবকিছু কুরবানী করিলেন
তাঁহাদের মধ্যে নামকরা হইলেন—
শহীদ তীতুমীর
ও
হাজী শরীয়তুল্লাহ্।

ইহারা এত বড় হইলেন
কেমন করিয়া ?
হাঁ, বলিতেছি—
ইহার কারণ ছিল,
জীবনকে তাহারা সুন্দর রূপে গড়িয়াছিলেন
সাজানো গোছানোভাবে তাহারা সর্বদা চলিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

তোমাদের জামা-কাপড়
তোমাদের আসবাব-পত্র
তোমাদের বই-পুস্তক।
—এইগুলি সুন্দরভাবে রাখিবে।
এইগুলি গুছাইয়া রাখিবে।
ইহাতে তুমি শৃংখলামত চলিতে শিখিবে।

ভুলিও না—
যখন ঘর সাজাইবে
তখন যাহা কিছু সুন্দর
তাহা দরওয়াজার বিপরীত দিকে রাখিবে।
যাহা সুন্দর নয়
তাহা দৃষ্টির আড়ালে রাখিবে।
জামা-কাপড় আলনায় গুছাইয়া রাখিবে।
বিছানায় ফেলিয়া রাখিবে না।
আরেকটি কথা—
প্রত্যেকের জামা-কাপড়
আলাদা আলাদা রাখিবে।
এবং একটির উপর আরেকটি রাখিবে না।

লক্ষ্য রাখিবে—
এক জাতীয় পোশাক
আলনার একদিকে রাখিবে।
যেমন জামার জায়গায় জামা এবং
পায়জামার জায়গায় পায়জামা রাখিবে।

মহৎ লোকেরা বলেন ঃ
"শৃংখলা উন্নতির মূল।"

www.pathagar.com

যখন পবিত্র হইবে

শহীদ বেরেলবী (রঃ)।
পূর্ণ নাম সাইয়েদ আহ্‌মাদ বেরেলবী।
তিনি ছিলেন মহাপুরুষ,
ছিলেন মহাবীর।

এই মহাপুরুষ
যুদ্ধ করিয়াছিলেন
স্বদেশবাসীর আজাদীর জন্য
ইংরেজদের বিরুদ্ধে।

যাঁহাদের সব কিছু সুন্দর,
বাহির সুন্দর,
ভিতর সুন্দর।
তাঁহারাই হইতে পারেন
এমন মহাপুরুষ।

তাই—
আমাদের মনে রাখিতে হইবে ঃ
যে কাজ লোকে দেখে তাহা ভাল করিয়া করিতে হইবে।
যে কাজ লোকে দেখেনা তাহাও ভালো করিয়া করিতে হইবে।

হাঁ, এই জন্যই
যখন পায়খানায় যাইব তখন
কেবলার দিকে মুখ করিয়া বসিব না।
কেবলার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিব না।

www.pathagar.com

আর পায়খানায় বা পেশাবখানায়
প্রবেশ করার আগে দোয়া পড়িব—
"আউযু বিল্লাহি মিনাল খুবছি ওয়াল খাবাইছ।"

ইহার অর্থ—
"অপবিত্রতা ও ঘৃণিত জন হইতে
আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই।

ভুলিলে চলিবে না—
পেশাব-পায়খানার পরে
প্রথমে কুলুখ বা মাটির ঢেলা ব্যবহার করিবে।
তারপর পানি দ্বারা আবদস্‌ত করিবে।

দাঁড়াইয়া পেশাব করা ভারী অন্যায়।
পানির ঘাটে
রাস্তার মাঝে
পথের ধারে
কখনও পেশাব-পায়খানা করিবে না।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

আমাদের নবী (সাঃ)-এর ডান হাত ছিল পান, আহার
ও পবিত্র বিষয়ের জন্য এবং
বাম হাত ছিল কুলুখ, আবদস্‌ত ও
অপবিত্র বিষয়ের জন্য।

www.pathagar.com

যখন মেহমানের যত্ন করিবে

হযরত তাল্‌হা (রাঃ)
আমাদের প্রিয় নবীর
একজন সাহাবা।
এই সাহাবা এক দিন
একজন মেহমান লইয়া
ঘরে আসিলেন।

তিনি দেখিলেন,
ঘরে কিছুই নাই।
শিশুদের জন্য
দুই-একটি রুটি আছে মাত্র।

তিনি উহাই মেহমানকে লইয়া
খাইতে বসিলেন।
আর কৌশলে আলো নিভাইয়া
সবটুকু মেহমানকে খাওয়াইয়া দিলেন।
তখন আল্লাহ্‌, এই সাহাবার উপর
ভারী খুশী হইলেন।

মনে রাখিতে হইবে ঃ
মেহমান যে-ই হউক
সে তোমার মেহ্‌মান।
আত্মীয় হইলে মেহমান,
অনাত্মীয় হইলে মেহ্‌মান,
অপরিচিত হইলে মেহমান,
এমন কি, ভিন্ন জাতির লোক—
হইলেও মেহমান।

www.pathagar.com

সাধ্য অনুযায়ী
মেহমানের সম্মান ও যত্ন করাই
তোমার কাজ।
অনাত্মীয় বা অপরিচিত বলিয়া
অবহেলা করা ভারী অন্যায়।
বিরক্তির ভাব দেখানো দারুণ অভদ্রতা।
গরীব বলিয়া কম যত্ন করা মহাপাপ।

ভুলিবে না—
যত্ন করিতে যাইয়া
কোন বাহাদুরী দেখাইবে না।
শক্তির বাহিরে খরচ করিবে না।

আর মেহমানকে
কখনও একাকী ফেলিয়া রাখিবে না।
মাঝে মাঝে তাহার নিকট বসিও
এবং আলাপ করিও।
আর কখন কি দরকার
সে দিকে লক্ষ্য রাখিও।

সর্বশেষে বিদায়ের সময়ে
মেহমানকে কিছুদূর
আগাইয়া দিও।
এবং মাঝে মাঝে আসিতে
অনুরোধ করিও।

আমাদের নবী (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ
'আল্লাহ্ এবং কেয়ামতে যে বিশ্বাস করে,
মেহমানের যত্ন করা তাহার একান্ত কর্তব্য।"

www.pathagar.com

যখন মানুষের সেবা করিবে

কেয়ামতের মাঠে
বিচার হইবে।
তখন আল্লাহ্ কিছু লোককে
প্রশ্ন করিবেন—
আমি রুগ্ন ছিলাম, তুমি সেবা কর নাই।
আমি উলংগ ছিলাম, তুমি কাপড় দাও নাই।
আমি অনাহারে ছিলাম, তুমি খাইতে দাও নাই।
আমি পিপাসার্ত ছিলাম, তুমি পানি দাও নাই।

তাহারা ইহার অর্থ
বুঝিতে পারিবে না।
তখন আল্লাহ্ বলিবেন ঃ
অমুক লোক রুগ্ন ছিল,
তাহার সেবা করিলে আমার সেবা করা হইত।
অমুক লোক উলংগ ছিল,
তাহাকে কাপড় দিলে আমাকে কাপড় দেওয়া হইত।
অমুক লোক অনাহারে ছিল,
তাহাকে খাইতে দিলে আমাকে খাইতে দেওয়া হইত।
অমুক লোক পিপাসার্ত ছিল,
তাহাকে পানীয় দিলে আমাকে দেওয়া হইত।

তারপর আল্লাহ্ হুকুম দিবেন ঃ
ইহাদিগকে দোজখে ফেলিয়া দাও।
সত্যই মানুষের সেবা করাই
মানুষের বড় কাজ।
ইহা যে করিতে পারিল না,
সে ত মানুষ নামের অযোগ্য।

www.pathagar.com

মনে রাখিও—

দূরে হউক, কাছে হউক,
আপন হউক, পর হউক,
মুসলমান হউক, অমুসলমান হউক

যে-ই অসুস্থ হইয়া পড়িবে
যথাসাধ্য তাহার সেবা করিবেই।

আর রোগী দেখিতে যাইয়া—

তাহার শিয়রের কাছে বসিবে,
তাহার কপালে হাত রাখিবে
তাহার কাছে অধিকক্ষণ থাকিবে না,
অধিক কথা বলিবে না।

পীড়া যত কঠিনই হউক—

রোগীকে অভয় দিয়া বলিবে ঃ
শীঘ্রই ভালো হইবেন,
কোন ভয় নাই।
এবং আরোগ্যের জন্য দোয়া করিবে।

ভুলিও না—

রোগীর বাড়িতে খাওয়ার আশা করা মহাপাপ।
সামান্য চা পান করাও অন্যায়।

আমাদের নবী (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

"যে লোক পীড়িত ব্যাক্তির যত্ন করে
তাহার জন্য আসমান হইতে ঘোষণা করা হয়—
তুমি সুখী হও,
বেহেশতে তোমার জায়গা হউক।"

www.pathagar.com

যখন আযান শুনিবে

মদীনা শরীফের
পবিত্র মসজিদ।
নাম মসজিদে নববী
—নবীর মসজিদ।

এই মসজিদের নমুনা দেখিয়া
সারা মুসলিম জাহানে
গড়িয়া উঠিয়াছে
লক্ষ লক্ষ মসজিদ
—লক্ষ লক্ষ বায়তুল্লাহ্
বা আল্লাহর ঘর।

এই সকল মসজিদে
যখন আযান হয়।
তখন আনন্দে নাচিয়া উঠে
মুসলমানদের প্রাণ।

মুয়াজ্জিন যখন বলেন
আল্লাহু আক্‌বার,
আল্লাহু আক্‌বার,

তখন সবাই বলে—
আল্লাহু আকবার
আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

এমনি ভাবে—
মুয়াজ্জিন যাহাই বলেন
মুসলমানগণও তাহাই বলে।

হাঁ, কেবলমাত্র—
মুয়াজ্জিন যখন বলেন ঃ
আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

তখন তাহারা বলে ঃ
রাযিতু বিল্লাহি রাব্বান
ওয়া বিল ইসলামি দীনান
ওয়া বি-মুহাম্মাদির রাসূলা।

মুয়াজ্জিন যখন বলেন ঃ
হাইয়া'আলাস-সালাত.....
হাইয়া'আলাল ফালাহ্।

তখন তাহারা বলে ঃ
লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা
ইল্লা বিল্লাহ .....

আর ফজরের আজানে
যখন মুয়াজ্জিন বলেন ঃ
"আস্সালাতু খাইরুম মিনান্নাউম।"

তখন তাহারা বলে ঃ
"সাদ্‌দাক্‌তা ওয়া বারার্‌তা।"

www.pathagar.com

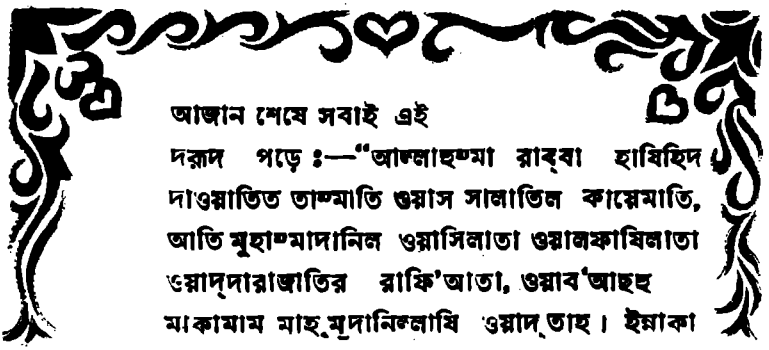

আজান শেষে সবাই এই দরূদ পড়ে :—"আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াস সালাতিল কায়েমাতি, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাযিলাতা ওয়াদ্দারাজাতির রাফি'আতা, ওয়াব'আছহু মাকামাম মাহ্মূদানিল্লাযি ওয়াদ্‌তাহ। ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মি'আদ।"

আমাদের নবী (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

"মুয়াজ্জিন যাহা বলে, তোমরাও তাহা বল। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ কর।"

www.pathagar.com

যখন রমযান মাস আসিবে

রমযান মোবারাক।
—পবিত্র রোযার মাস।
সিয়ামের মাস
এই মাসে নাজিল হয়
পবিত্র কুরআন।

তাই ত এই মাস হইল
মহা সম্মানীয়—
এই মাসে আল্লাহ দান করেন
অফুরন্ত রহমত,
অগণিত পুরস্কার।

এই জন্যেই এই মাসে
রাখিতে হয় রোযা।
দুই হাতে কুড়াইয়া নিতে হয়
আল্লাহ্‌র অগণিত পুরস্কার,
আর অঢেল রহমত।

তবে তোমরা যাহারা শিশু
—এখনো যাহাদের রোযা রাখার
বয়স হয় নাই—
তাহারা মাঝে মাঝে ২/১টি রাখিয়া,
অথবা এক-দুই দিন
কিংবা যতক্ষণ পারা যায় ততক্ষণ
রোযা রাখিয়া
রোযার অভ্যাস করিবে।

www.pathagar.com

আর যখন রোযা থাকিবে না
তখন কিছু খাইতে হইলে
রোযাদারের অসাক্ষাতে খাইবে।

শুনিয়া রাখ—
রোযার মাসে
জীবনকে পবিত্র করিয়া গঠন করিবে।
চরিত্রকে সুন্দর করিয়া গঠন করিবে।

তাই—
গল্পে যোগ দিও না।
মিথ্যা বলিও না।
ঝগড়া-ঝাঁটি করিও না।
আর কাহারও নিন্দা করিও না।

আরও শোন ঃ
রোযাদারকে ইফতার করাইতে চেষ্টা কর।
গরীব-মিসকিনকে দান করার চেষ্টা কর।
অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত কর
বেশী করিয়া জ্ঞানের বই পড়।

আমাদের নবী (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ
"রোযা দোজখ হইতে বাঁচার ঢাল স্বরূপ।"

www.pathagar.com

যখন কুরআন তেলওয়াত করিবে

কুরআন শরীফ
আমাদের মাথার মণি।
আমরা কেমন করিয়া ভালো হইব ?
আমরা কেমন করিয়া সুখী হইব ?
আল্লাহ্ তাহা বলিয়া দিয়াছেন।
আল্লাহর এই কথাই
পবিত্র কুরআন।

পবিত্র কুরআন না পড়িলে,
ইহার অর্থ না বুঝিলে,
আমরা ভাল হইতে পারিব না,
আমরা সুখী হইতে পারিব না।

তাই রোজই
আমাদের কুরআন পাক
তেলাওয়াত করিতে হয়।
—বিনয় ও ভক্তির সাথে
পড়িতে হয়।
এবং অর্থ জানারও চেষ্টা
করিতে হয়।

মনে রাখিবে—
অযু করিয়া পবিত্র শরীরে,
কেবলামুখী হইয়া,
জানু পাতিয়া—পাক বিছানায় বসিয়া

www.pathagar.com

কুরআন পাক
রেহাল বা পবিত্র কিছুর উপর রাখিবে
এবং পূর্ণ ভক্তির সহিত পড়িবে।

ভুলিও না—
তেলাওয়াতের পূর্বে
হযরত রসুল (সাঃ)-এর উপর
দরূদ পাঠ করিবে।
আ'উযু বিল্লাহ্ পড়িবে
বিসমিল্লাহ্ পড়িবে।
তারপর—
সুন্দর সুরে
সুন্দর স্বরে
উচ্চারণ ঠিক করিয়া
আল্লাহকে খুশী করার জন্য
আল্লাহ শুনিতেছেন
—এই ভাবিয়া
তেলাওয়াত করিবে।

সাবধান।—
বিনা অযুতে কুরআন পাক
স্পর্শ করিবে না।
নাপাক শরীরে কখনও
তেলাওয়াত করিবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন।
"পাক ব্যক্তি ছাড়া ইহা (কুরআন)
কখন ও স্পর্শ করিবে না।"

www.pathagar.com

ভুলিও না

(এক)

তোমাকে কেহ কিছু উপহার দিলে
—উহা ছোট হউক অথবা বড় হউক
অল্প মূল্যের হউক অথবা বেশী মূল্যের হউক—
তুমি উহার চেয়ে উত্তম জিনিস
দেওয়ার চেষ্টা করিবে।
কেননা পাইয়া খুশী হওয়ার চেয়ে
দিয়া খুশী হওয়াই অধিক প্রশংসনীয়।

(দুই)

রাস্তায় কোন কাঁটা দেখিলে
উহা সরাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে।
কেননা মানুষের উপকারের চেয়ে
বড় উপকার আর কিছুই নাই।

(তিন)

ফসল মাড়াইয়া কাহারও
ক্ষেতের উপর দিয়া যাইও না।
অনুমতি ছাড়া কাহারও
বাড়ীর উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইও না।

www.pathagar.com

(চার)

সালাম করিতে হইবে—এই ভয়ে
উস্তাদকে কখনও পাশ কাটাইয়া যাইবে না।
বরং ভক্তি ও বিনয়ের সহিত
তাঁহাকে সালাম দিবে ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবে।

(পাঁচ)

নিজের দোষ-ত্রুটির কথা চিন্তা করিবে।
এবং উহা সংশোধন করিয়া লইবে।
অপরের দোষ ধরিতে যাওয়া ভারী অন্যায়।

(ছয়)

নিজে কখনও নিজের প্রশংসা করিবে না।
ইহা কখনও বুদ্ধিমানের কাজ নহে।
কেননা ইহাতে মানুষের নিকট
তুমি হালকা হইয়া যাইবে।
তোমার সম্মান কমিয়া যাইবে।

ICCD : 80-81 : P/310/2250 : 16-12-80

www.pathagar.com

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র - ঢাকা